**মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৯**

**ও জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশ**

**ভাষণ**

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**

**শেখ হাসিনা**

**বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা, মঙ্গলবার, ১২ চৈত্র ১৪২৫, ২৬ মার্চ ২০১৯**

**বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম**

**সহকর্মীবৃন্দ,**

**সম্মানিত মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ,**

**স্নেহের শিশু-কিশোর সোনামণিরা,**

**উপস্থিত সুধিমন্ডলী।**

 **আসসালামু আলাইকুম।**

**মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উপলক্ষে আয়োজিত জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।**

**স্বাধীনতা দিবসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতার প্রতি। স্মরণ করছি-মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের জানাই সালাম।**

ছোট্ট সোনামণিরা,

**আমরা আজ স্বাধীন দেশে বাস করছি। তোমাদের হাতে যে লাল-সবুজের জাতীয় পতাকা শোভা পাচ্ছে, এর পিছনে রয়েছে অনেক ত্যাগের ইতিহাস। দেশপ্রেমের সে ইতিহাস তোমাদের জানতে হবে। জাতির পিতাই এক্ষেত্রে সবচে’ বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন।**

**আমাদের স্বাধীনতা একদিনে আসেনি। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে পিকেটিং করার সময় ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়। পাকিস্তান শাসনামলের ২২ বছরে জেলখানাই ছিল তাঁর অনেকটা স্থায়ী নিবাস। তিনি মোট ৪ হাজার ৬৮২ দিন কারাগারে ছিলেন।**

**১৯৫৪’র নির্বাচন, ৬২’র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬’র ছয়-দফা, ১১-দফা, ৬৯’র গণঅভ্যুত্থান এবং ৭০’র নির্বাচনের পথ পেরিয়ে দেশবাসী সমবেত হয় ১৯৭১’র ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক মহা-সমাবেশে। ৭ই মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা ঘোষণা দেন: “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।”**

**বঙ্গবন্ধুর এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমগ্র জাতি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে। বাঙালি জাতির মুক্তি আকাঙ্ক্ষাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে একাত্তরের ২৫-এ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানী বাহিনী নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির উপর অতর্কিত হত্যাযজ্ঞ শুরু করে।**

**জাতির পিতা ২৬-এ মার্চের প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। যে ঘোষণা তৎকালিন ইপিআর-এর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বীর বাঙালি চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনে।**

প্রিয় সোনামণিরা,

**জাতির পিতা শিশুদের খুব ভালবাসতেন। ছোটবেলায় তিনি সহপাঠী ও বন্ধুদের খুব ভালবাসতেন। সহপাঠীদের কোন জিনিসের অভাব দেখলে নিজের জিনিস দিয়ে দিতেন। তিনি তোমাদের জন্য একটি স্বাধীন দেশ দিয়ে গেছেন। তোমরা জাতির পিতার সংগ্রামী জীবনের কথা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের কথা ভালোভাবে জানবে।**

**দরিদ্র, অসহায় ও প্রতিবন্ধীদের পাশে দাঁড়াবে। স্বাধীনতাবিরোধী ও তাদের দোসররা যাতে দেশকে আর পিছিয়ে দিতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ থাকবে। জঙ্গিবাদ ও মাদককে ঘৃণা করবে।**

**আজ তোমরা শিশু-কিশোর, একদিন তোমরা অনেক বড় হবে। তোমরাই দেশকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিবে। তোমাদের মধ্যে থেকেই কেউ ভবিষ্যতে রাষ্ট্রনায়ক, প্রশাসক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক হবে। তোমাদের প্রতিভা ও মেধা দিয়ে এই দেশকে সাজিয়ে তুলবে। আমাদের সরকার তোমাদের সুনাগরিক এবং দেশপ্রেমিক হয়ে বেড়ে উঠতে যা যা প্রয়োজন তার সবকিছুই নিশ্চিত করছে।**

**বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা, সংস্কৃতি চর্চা, সামাজিক দায়িত্ববোধ-ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন করতে হবে।**

**জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করেন। আমাদের সংবিধানে শিশুদের জন্য রাষ্ট্রকে বিশেষ বিধান প্রণয়নের বিষয়টি তিনি সংযোজন করেন। বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য বৃত্তি প্রথা চালু করেন, যা এখন ‘দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল’ নামে পরিচালিত হচ্ছে।**

**এ দেশটাকে আগামী প্রজন্মের জন্য বসবাস উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত কবব, ইনশাআল্লাহ। এজন্যই আমি দিনরাত পরিশ্রম করছি। কবি সুকান্তের ভাষায় বলতে চাই:**

**“যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ**

**প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,**

**এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি-**

**নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।”**

**স্বাধীনতা দিবসের এই আনন্দঘন পরিবেশে সকলের প্রতি আমার আহ্বান, আসুন ঐক্যবদ্ধ হয়ে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি।**

**সকলকে আবারও স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের শুভেচ্ছা।**

**খোদা হাফেজ।**

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

**বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।**

**...**